বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

গৌরবের ৫০ বছর

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর সুবর্ণজয়ন্তী

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র | শনিবার ০১ জানুয়ারি ২০২২ | সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আমি টিসিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতির সাথে টিসিবি গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে ০১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৬৮নং আদেশ বলে টিসিবি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত ৫০ বছর টিসিবি শিল্প, কল-কারখানার কাঁচামাল যোগান ও মৌলিক চাহিদা পূরণের উপকরণসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদার অনেক পণ্যই যোগান দিয়ে দেশ পুনর্গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে।

একসময় টিসিবি শুধু বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনীতি সম্প্রসারিত হওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখা অত্যন্ত দুরূহ। তা সত্ত্বেও বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে টিসিবি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসমূহ আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজার হতে সংগ্রহপূর্বক আপৎকালীন মজুদ গড়ে তুলে বাজারে পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পবিত্র রমজান মাসসহ সারা বছর চিনি, ভোজ্যতেল, মশুর ডাল ইত্যাদি পণ্যসমূহ ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে ডিলারদের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে টিসিবি'র এ ধরনের কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টিসিবি ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসমূহের অব্যাহত সরবরাহের মাধ্যমে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করবে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বিপর্যস্ত অর্থনীতি, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবিন্যস্থ বন্দর ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল জরুরিভিত্তিতে যোগান দেওয়া এবং ন্যায্যমূল্যে ভোগ্য পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি টিসিবি প্রতিষ্ঠা করেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে দেশে বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে এবং জনগণের খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে টিসিবি'র ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবের। তৈরি পোষাক রপ্তানির ক্ষেত্রে টিসিবি'র ভূমিকাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯৭৫ সালে সর্বপ্রথম তৈরি পোশাক রপ্তানি শুরুর মাধ্যমে এর উন্নতমান সম্বন্ধে বিশ্বদরবারে পরিচিতি এনে দেয় টিসিবি।

জাতির পিতার হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক প্রতিকূলতার শিকার হয়েছে। বহির্বিশ্বে জেদ্দা, দুবাই, কোপেনহেগেন এবং মিলানে অবস্থিত টিসিবি'র অফিসসমূহ ১৯৮২ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেশের অভ্যন্তরে ১৯৮১-১৯৯১ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ফরিদপুর, কুমিল্লা, সিলেট, বরিশাল, যশোর, ঈশ্বরদী, সৈয়দপুর, দিনাজপুর ও রংপুরে অবস্থিত টিসিবি'র অফিসসমূহ বন্ধ করা হয়। ১৯৯৩ এবং ২০০২ সালে দুই পর্যায়ে মোট এক হাজার একশত এগারো জন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবলকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দিয়ে টিসিবি'র সামর্থ্য ও ক্ষমতা খর্ব করে অকার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রমাণের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

১৯৯৬ সালে এবং পরবর্তীতে ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে টিসিবি পুনর্গঠনে এবং কার্যক্রম ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগ, আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন, গুদাম নির্মাণ ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে সকল বিভাগসহ মাদারীপুর, ঝিনাইদহ, বগুড়া ও কুমিল্লায় টিসিবি'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এসব অফিসের তত্ত্বাবধানে ডিলারদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত টিসিবি'র পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। শহরের সুবিধা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে 'গ্রাম হবে শহর' বাস্তবায়নে টিসিবি কাজ করছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, রংপুর ও মৌলভীবাজারে টিসিবি'র নিজস্ব গুদাম নির্মাণের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ, বগুড়া ও কুমিল্লায় টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় অফিস ও গুদাম স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। টিসিবি'র আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ সংশোধন করে অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা থেকে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

বিগত কয়েক বৎসর ধরে টিসিবি প্রায় সারাবছর চিনি, ভোজ্যতেল, মশুর ডাল, পেঁয়াজসহ কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করার মাধ্যমে এসকল পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। করোনা মহামারিতে নিম্ন আয়ের মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য টিসিবি নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে সম্মুখসারির যোদ্ধা হিসেবে কাজ করছে। এ সময় নিম্ন আয়ের জনগণকে সহায়তা দিয়ে জনগণের ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে টিসিবি। পবিত্র রমজান মাসে পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখাসহ পেঁয়াজ সংকটে টিসিবি প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। টিসিবি বিভিন্ন চড়াই-উতড়াই পেরিয়ে যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে তা সত্যিই গৌরবের।

টিসিবি'র গৌরবময় ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমি প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অভিপ্রায়ে ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর বিপর্যস্ত অর্থনীতি, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবিন্যস্ত বন্দর ইত্যাকার সংকটকালে নিত্যপণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল জুরুরিভিত্তিতে সরবরাহ এবং সাশ্রয়ীমূল্যে ভোক্তার অনুকূলে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য মূলত এ প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ। টিসিবির সুবর্ণজয়ন্তীর এই আনন্দঘন উৎসবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ভোক্তাসাধারণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। স্বাধীন দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং জনহিতকর চিন্তার পথিকৃৎ হিসেবে স্মরণ করি মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটি আজ এক মহিরুহে রুপান্তরিত হয়েছে।

টিসিবি আজ আপৎকালীন মজুদ গড়ার সাথে সাথে শুধু নির্দিষ্ট কিছু নিত্যপণ্য যেমন তেল, চিনি, মশুর ডাল, পেঁয়াজ, ছোলা ইত্যাদি ভোক্তাদের কাছে সাশ্রয়ীমূল্যে সরবরাহ করার মাধ্যমে বিকল্প বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির নেতিবাচক প্রভাবের কারণে টিসিবি সারাবছর তাদের পণ্যসামগ্রী ট্রাকসেলের মাধ্যমে শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে নিয়ে গেছে। আর এর সুযোগ ভোগ করছেন সাধারণ শ্রমজীবী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন এই প্রতিষ্ঠানটি করোনার প্রাদুর্ভাব শুরুর পর ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ২ লাখ ৮৮ হাজার ১৫০ মেট্রিক টন বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী দেশের ৪ কোটি ৫৮ লাখ ৫২ হাজার ৪ শত পরিবারের কাছে সাশ্রয়ীমূল্যে বিক্রি করেছে। ফলে ১৮ কোটি ৩৪ লাখ ৯ হাজার ০৬ শত মানুষ (একজন একাধিক বার প্রাপ্ত হিসেবে) সরাসরি উপকৃত হয়েছে। এভাবে সাধারণ মানুষের সেবাদানে টিসিবি আজ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

সরকার টিসিবি'র মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাফার স্টক বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। দেশের অধিক সংখ্যক ভোক্তারা যাতে সহজে টিসিবির পণ্য কিনতে পারে সেজন্য টিসিবির প্রয়োজনীয় জনবল ও ট্রাকসেলের পরিধি বাড়াতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এমনকি টিসিবি'র বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মনিটরিংসহ পণ্য ক্রয়ে ভর্তুকির অর্থ পেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তাই এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি এবং ভবিষ্যতে সমস্ত প্রকার দৈব-দুর্বিপাকে মানুষের পাশে থেকে নির্ভয়ে সেবা নিশ্চিত করে যাবে এটাই আমার প্রত্যাশা। টিসিবির সুবর্ণজয়ন্তী পালনের অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(টিপু মুনশি, এমপি)

সভাপতি
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠা করেন। ২০২২ সালে এসে টিসিবি ৫০ বছর পূর্ণ করে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে টিসিবি'র চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্য ও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। দিবসটি তাৎপর্যময় করে তুলতে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি ভীষণ আনন্দিত।

২০০৮ সনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর পর্যায়ক্রমে টিসিবিকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৫ সালে টিসিবি গঠনের তৎকালীন রাষ্ট্রপতির আদেশ নং পিও-৬৮/১৯৭২ সংশোধনপূর্বক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করে আপৎকালীন মজুদ (Buffer Stock) গড়ে তোলার বিষয় সন্নিবেশ করা হয়।

করোনার (কোভিড-১৯) সময় টিসিবি মানুষের কাছে সাশ্রয়ীমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক টিসিবি সারা বছর কাজ করে যাচ্ছে। দেশের মানুষের চাহিদার প্রেক্ষিতে টিসিবি দেশব্যাপী ট্রাকসেলের মাধ্যমে খোলা বাজারে পণ্য বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সাশ্রয়ীমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছেন। টিসিবি দেশের দারিদ্র্যমোচনসহ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিশেষ সময় বা সুযোগ পেলেই কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যেতো। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে সে প্রবণতা এখন আর দেখা যায় না। প্রয়োজনে এবং পণ্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে টিসিবি সাধারণ মানুষের কাছে সাশ্রয়ীমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে। টিসিবি'র সক্ষমতাও কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজনের সময় টিসিবি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সঠিকভাবে ভোক্তাসাধারণের কাছে সরবরাহ করবে, এটা সকলের প্রত্যাশা।

টিসিবি'র সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সকল আয়োজনের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(তোফায়েল আহমেদ, এমপি)

সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর ৫০ বছর পূর্তির এই সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে টিসিবি'র চেয়ারম্যানসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আমার আন্তরিক অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৬৮ এর বিধানমতে টিসিবি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে বিভিন্ন জাতীয় প্রয়োজনে টিসিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য সাশ্রয়ীমূল্যে ভোক্তা সাধারণকে সরবরাহ করা ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। আশির দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতি বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় এই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সীমিত হয়ে আসে। পরবর্তীতে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সরকারি-বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় জোরদারে সরকারি উদ্যোগের অপরিহার্যতা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার টিসিবিকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন এই প্রতিষ্ঠানটি এখন সারাবছর কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ অব্যাহত রেখে বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখতে ও মানবিক প্রয়োজনে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সাশ্রয়ীমূল্যে ভোক্তা সাধারণের নিকট সরবরাহ করে আসছে। দেশের মোট চাহিদার তুলনায় টিসিবি'র সরবরাহ ক্ষমতা সীমিত হলেও বাজারে টিসিবি'র উপস্থিতি পণ্য মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এমনকি করোনাকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রাখার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় টিসিবি'র পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের হার কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে টিসিবির পণ্য ক্রয়ের ভর্তুকির অর্থপ্রাপ্তি যেন নির্বিঘ্ন ও দ্রুততর হয় সে বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে টিসিবি'র পণ্য একটি গ্রহণযোগ্য ব্র্যান্ড হিসেবে সারাদেশে পরিচিতি লাভ করেছে। টিসিবি'র সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের মাধ্যমে এই অর্জিত গৌরব ও সাফল্যকে ধরে রাখতে হবে এবং ধারাবাহিকভাবে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। মহামারি কোভিড-১৯ এর পুরো সময় বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টিসিবি'র কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ে যেভাবে ভোক্তাসাধারণের পাশে দাঁড়িয়েছেন একইভাবে তারা সামনের দিনগুলোতেও নিরলসভাবে কাজ করে যাবে এটাই সকলের প্রত্যাশা। তাহলেই স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটি সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রায় সামিল হতে সক্ষম হবে।

তপন কান্তি ঘোষ

টিসিবিঃ এক গৌরবময় পথ চলা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান, পিএসসি
চেয়ারম্যান, টিসিবি

ভূমিকাঃ স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনেক অবিস্মরণীয় সৃষ্টির মধ্যে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠা অন্যতম। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সড়ক পথ, বিমান ও সমুদ্রবন্দর হয়ে পড়ে ব্যবহার অনুপযোগী। বিপর্যস্ত অর্থনীতিতে নতুন দেশ গঠনে পর্যাপ্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য, নির্মাণসামগ্রী ও শিল্পের কাঁচামাল জরুরিভিত্তিতে যোগান দেওয়া এবং ন্যায্যমূল্যে ভোগ্যপণ্য জনগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করার আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৬৮/১৯৭২ এর মাধ্যমে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সনের ০১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠার পর এদেশে ব্যাবসাবাণিজ্যের পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করছে টিসিবি। টিসিবি'র মাধ্যমেই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি থেকে শিল্পের কাঁচামাল পর্যন্ত আমদানি এবং পাট, তৈরি পোশাক প্রভৃতি রপ্তানির মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে তৈরি পোশাক রপ্তানি অর্থনীতিতে যে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে তারও পথিকৃৎ টিসিবি।

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাঃ

পরিচালনা পরিষদঃ রাষ্ট্রপতির আদেশ ৬৮/১৯৭২ অনুসারে টিসিবি'র একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। টিসিবি'র পরিচালনা পরিষদে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২জন প্রতিনিধিসহ টিসিবি'র পরিচালকগণ এর সদস্য। চেয়ারম্যান, টিসিবি পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান।

জনবলঃ ১৯৭২ সালে ৪৩১ জন জনবল নিয়ে টিসিবি যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৪ সালে টিসিবি'র জনবল ১৩৩৬ জনে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ এবং ২০০২ সালে সরকারের সংকোচন নীতির আওতায় ০২ পর্যায়ে প্রায় সহস্রাধিক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলকে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে অব্যাহতি দিয়ে জনবল ২২৫ জনে অবনমন করা হয়। ২০০৯ সালে সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর টিসিবি'র কার্যক্রম পুনরায় গতিশীল করতে বিভিন্নমুখী সংস্কার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং ২০১১ সালে জনবল কাঠামো ২৭৫ জনে উন্নীত করে।

বাণিজ্যিক কার্যক্রমঃ

আমদানিঃ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৮৭-৮৮ অর্থবছর পর্যন্ত টিসিবি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য ও শিল্পের ব্যবহৃত কাঁচামালসহ প্রায় ৭০ (সত্তর) প্রকার পণ্যসামগ্রী আমদানি করেছে। ৯০'র দশকের শুরুতে দেশে বাণিজ্য উদারীকরণ শুরু হলে টিসিবি'র পণ্য আমদানির সংখ্যা ও পরিমাণ কমতে থাকে। বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্য সবার জন্য আমাদানি উন্মুক্ত থাকায় টিসিবি'র জন্য এককভাবে আমদানিযোগ্য কোন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নেই।

ক্রয় ও সংগ্রহঃ টিসিবি প্রতিষ্ঠার পর টিসিবি'র নিজস্ব Import Manual অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পণ্যাদি আন্তর্জাতিকভাবে আমদানি করত।

২০০৮ সালে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) প্রবর্তিত হয়। টিসিবি পিপিআর, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় কার্য পরিচালনা করে। টিসিবি বছরের শুরুতে পণ্য সংগ্রহের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে আমদানি ও ক্রয় কার্যক্রম শুরু করে। পণ্য আমদানি/ক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

রপ্তানিঃ ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে টিসিবি রপ্তানি কার্যক্রম শুরু করে। রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দুবাই ও জেদ্দা এবং ইউরোপের কোপেনহেগেন ও মিলান এ টিসিবি'র ০৪ (চার) টি অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৯৮২ সালে এসকল অফিসের কার্যক্রম গুটিয়ে ফেলা হয়। ১৯৭৫ সালে টিসিবি সর্বপ্রথম তৈরি পোশাক রপ্তানি আরম্ভ করে। মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হওয়ার ফলে ব্যক্তি মালিকানায় রপ্তানি বাণিজ্য প্রসার লাভ করায় টিসিবি'র রপ্তানি কার্যক্রম হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমানে টিসিবি'র রপ্তানি সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম নেই।

বিক্রয় ও বিতরণঃ

টিসিবি প্রতিষ্ঠার পর শিল্প কারখানার জন্য ভোগ্যপণ্য দুইভাবে বিক্রয় ও বিতরণ করা আমদানিকৃত কাঁচামাল চাহিদার সরাসরি বিক্রয় করা হতো। প্রথমদিকে খুলনায় টিসিবি'র ০২টি আঞ্চলিক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সুষ্ঠুভাবে বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, ফরিদপুরে শাখা অফিস খোলা হয়। নব্বই হওয়ার প্রেক্ষাপটে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা আমদানিকৃত কাঁচামাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় হতো। তার মধ্যে শিল্প কারখানার (ইনডেন্ট) ভিত্তিতে উক্ত কারখানার নিকট ঢাকার প্রধান কার্যালয় এবং চট্টগ্রাম ও কার্যালয় ছিল। পরবর্তীতে বিতরণের লক্ষ্যে ঈশ্বরদী, সৈয়দপুর, বরিশাল, যশোর, কুমিল্লা, সিলেট ও এর দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু ও রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয় ব্যতীত সকল শাখা অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০০৯ সালে গঠিত সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে টিসিবি'র কার্যক্রম পুনরায় গতিশীল করার লক্ষ্যে রংপুর, বরিশাল, মৌলভীবাজর (সিলেট), ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বগুড়া, ঝিনাইদহ ও মাদারীপুরে অফিস স্থাপন করে।

বিক্রয় ও বিতরণ পদ্ধতিঃ

টিসিবি'র সংগৃহীত পণ্য টিসিবি কর্তৃক নিযুক্ত ডিলার দ্বারা ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে ও বিভাগীয় শহরে টিসিবি'র নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। বর্তমানে টিসিবি'র ৩,০০০ (তিন হাজার) জন ডিলার রয়েছে। পবিত্র রমজান ও ঈদ ছাড়াও বৎসরে ১২ টি কিস্তিতে বিভাগীয় ও জেলা শহরে টিসিবি'র ডিলারদের ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে এবং উপজেলা ও ক্ষেত্র বিশেষে ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিলারদের বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় ও বিতরণ করা হচ্ছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার তথ্য অনুসন্ধান ও গবেষণাঃ

সরকার কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মূল্য ও বাজার তথ্য অধিদপ্তর (Directorate of Prices and Market Intelligence (DPMI) বিলুপ্ত করে উক্ত অধিদপ্তরের মূল্য ও বাজার তথ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১ জানুয়ারি ১৯৯০ হতে টিসিবি'র উপর অর্পণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশের আলোকে টিসিবি বাজারের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাইকারি ও খুচরামূল্য সংগ্রহ করে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ প্রতিবেদন আকারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করে আসছে।

টিসিবি'র আর্থিক অবস্থাঃ

টিসিবি প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে জনবলের বেতন ভাতাদিসহ প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করে আসছে। তবে, বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মূলধন নিজস্ব তহবিল এবং অর্থমন্ত্রণালয় এর কাউন্টার গ্যারান্টি এর বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে Loan Against Trust Receipt (LTR) এর মাধ্যমে আমদানি/স্থানীয় মূল্য পরিশোধ করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া, ২০১৫ সালে টিসিবি গঠনের আদেশ নং পি.ও ৬৮/১৯৭২ সংশোধনপূর্বক টিসিবি'র অনুমোদিত মূলধন ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা হতে ১.০০ (এক) হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

টিসিবি'র সাম্প্রতিক কার্যক্রমসমূহ এবং অর্জনঃ

(১) বছরব্যাপী ক্রয় ও বিক্রয় কার্যক্রমঃ পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য বছরব্যাপী বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজার হতে পণ্য সংগ্রহ করা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি নিম্ন আয়ের জনগণকে সহায়তার লক্ষ্যে টিসিবি কর্তৃক বছরব্যাপী বিশেষ বরাদ্দের আওতায় কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(২) পবিত্র রমজান, ঈদ/পূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে বিক্রয় কার্যক্রমঃ টিসিবি কর্তৃক প্রতিবছর রমজান মাসে, ঈদ, পূজাসহ বিভিন্ন জাতীয় ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে ভোক্তাসাধারণের নিকট নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি (মসুর ডাল, তেল, চিনি, ছোলা, খেজুর এবং পেঁয়াজ) সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রি করা হয়। তবে ২০২০ ও ২০২১ সালে পবিত্র রমজানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়-এর নির্দেশনার আলোকে বিগত বছরসমূহের তুলনায় ক্ষেত্রবিশেষে কয়েক গুণ পণ্য বিক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।

(৩) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিক্রয় কার্যক্রমঃ সরকার কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে জনগণের জীবন যাত্রা সচল রাখার সুবিধার্থে টিসিবিকে জরুরি সেবা সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এ মহামারির মধ্যে জরুরি কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে ২০২০ সালে টিসিবি করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে অদ্যাবধি সম্মুখ সারির যোদ্ধা (Fornt Line Warrior) হিসেবে দেশব্যাপী পণ্য বিক্রি করে মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। করোনার সময় টিসিবি'র কার্যক্রম প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় 'TCB এখন শেষ ভরসা' সহ নানাবিধ বিশেষণে ভূষিত হয়েছে যা সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

(৪) প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাইরে থেকে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কার্যক্রমঃ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যেরমূল্য স্থিতিশীল রাখতে টিসিবি সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। এর পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাশ্রয়ীমূল্যে কতিপয় ভোগ্যপণ্য জনসাধারণের মাঝে বছরব্যাপী বিক্রয় ও বিতরণ করে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। কোভিড-১৯ চলাকালীন সময় মার্চ ২০২০ হতে নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত টিসিবি প্রায় ১,১৪,৬৩১ (এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়শত একত্রিশ) টি ট্রাকসেলের মাধ্যমে মোট ২,৮৮,১৫০ (দুই লক্ষ আটাশি হাজার একশত পঞ্চাশ) মে.টন পণ্য (চিনি, সয়াবিন তেল, মসুর ডাল, পেঁয়াজ, আলু, ছোলা এবং খেজুর) বিক্রয় করে। উল্লিখিত সময়ে বিক্রিত পণ্যের উপকারভোগীর সংখ্যা ট্রাক প্রতি ৪০০ (চারশত) পরিবার এবং পরিবার প্রতি ৪ (চার) জন হিসেবে প্রায় ১৮,৩৪,০৯,৬০০ (আঠারো কোটি চৌত্রিশ লক্ষ নয় হাজার ছয়শত) জন। এভাবে টিসিবি সরকারের প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাইরে থেকে জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কাজ করে চলেছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

(৫) পেঁয়াজ মূল্য স্থিতিশীল রাখার কার্যক্রমঃ পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ২০১৯ সালে ভারত কর্তৃক পেঁয়াজের উপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক টিসিবি জনগণের অর্থ সাশ্রয় করার লক্ষ্যে দূরবর্তী দেশ থেকে বিমানে ও জাহাজে পেঁয়াজ আমদানি করে পেঁয়াজের মূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করতে সহায়তা করে। ২০২০ সালে পূর্বের বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে টিসিবি আগে থেকেই পেঁয়াজ আমদানির প্রস্তুতি গ্রহণ করার ফলে ভারত পূর্বের বছরের ন্যায় হঠাৎ পুনরায় পেঁয়াজ রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও পেঁয়াজের মূল্য ২০১৯ সালের মতো বৃদ্ধি পায় নাই এবং মূল্য স্থিতিশীল ছিল। চলতি বছর টিসিবি পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং পেঁয়াজ বিক্রির ফলে স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। টিসিবি'র পেঁয়াজ আমদানি ও বিক্রয়ের ফলে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে প্রতি কেজি পেঁয়াজের মূল্য কম ছিল। ফলে ক্রেতা সাধারণের বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হয়েছে। এতে সরকারের ভাবমূর্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৬) অনলাইনে টিসিবির পণ্য বিক্রয়ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণের অংশ হিসেবে টিসিবি ই-কমার্সের মাধ্যমে পেঁয়াজ এবং আলু বিক্রয় করছে। ফলে সাধারণ ভোক্তাগণ যারা নির্দিষ্ট সময়ে ট্রাক হতে টিসিবির পণ্য ক্রয় করতে পারে না তারা অনলাইনে ঘরে বসেই পেঁয়াজ ও আলু ক্রয় করতে পেরেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে টিসিবির এই অনলাইন সেবা একটা মাইল ফলক হিসেবে কাজ করেছে।

(৭) প্রান্তিক পর্যায়ে টিসিবি'র সেবা পৌঁছানোঃ প্রান্তিক পর্যায়ে টিসিবি'র সেবা পৌঁছাতে নতুন ৪(চার)টি ক্যাম্প অফিসসহ মোট ১২(বারো)টি আঞ্চলিক কার্যালয়/ক্যাম্প অফিস স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি বিভাগে টিসিবি'র আঞ্চলিক কার্যালয়/ক্যাম্প অফিস রয়েছে। "গ্রাম হবে শহর" সরকারের এই স্লোগান বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে প্রায় ৩,০০০ (তিন হাজার) জন ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে টিসিবি'র সুবিধা পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়েছে।

(৮) বিক্রয় কার্যক্রম মনিটরিংঃ জাতির পিতার স্বপ্ন দুর্নীতি মুক্ত 'সোনার বাংলা' গঠনে স্বচ্ছতা আনয়নের অংশ হিসেবে বিক্রয় কার্যক্রমে পরিদর্শন ও তদারকি বৃদ্ধি করা এবং ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে ট্রাক-সেল মনিটরিং করা হচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে পরবর্তী দিনে কোথায় পণ্য বিক্রয় হবে এবং কোন ডিলার পণ্য বিক্রয় করবে তা জানানো হয়। ফলে বিক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মজুতদারী ও এতদসংক্রান্ত দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

(৯) পণ্য মূল্য সম্পর্কে তথ্য প্রদানঃ টিসিবি প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের স্থানীয় খুচরা ও পাইকারি দর সংগ্রহপূর্বক খুচরা বাজার দর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নিকট প্রেরণ করে। এর ফলে সরকারের নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া সংগৃহীত বাজারদর ওয়েবসাইটে প্রতিদিন প্রকাশ করা হয়। ফলে জনগণ ভোক্তা সাধারণ পণ্যমূল্য সমন্ধে ধারণা পায়, যা পণ্য ক্রয়ক্ষেত্রে ক্রেতা সাধারণকে আর্থিক সহায়তা করে।

(১০) টিসিবি কর্তৃক অধিক মুনাফাকারী ব্যবসায়ীদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাঁপ তৈরি করাঃ টিসিবি বছরব্যাপী ও বিভিন্ন দুর্যোগের সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ভোক্তাসাধারণের নিকট সাশ্রয়ীমূল্যে বিক্রয় করে থাকে। ভোক্তাদের নিকট টিসিবির সার্বক্ষণিক উপস্থিতির কারণে অধিক মুনাফাকারী ও মজুদদার ব্যবসায়ীগণ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, মজুদ-সংরক্ষণ এবং সরবরাহ চেইনে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে পারে না। এভাবে অধিক মুনাফাকারী ব্যবসায়ীদের ওপর একটা মনস্তাত্ত্বিক চাঁপ সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য স্থাপনে টিসিবি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

টিসিবিকে গতিশীল করতে বর্তমানে চলমান কার্যক্রমঃ

(১) জনবল নিয়োগঃ টিসিবি'র সম্প্রসারিত কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে ৩২টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করে নিয়োগ প্রদান করা হবে। এর ফলে টিসিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের নিকট আরো দ্রুত সেবা পৌঁছানো যাবে।

(২) গুদাম নির্মাণঃ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে টিসিবি বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আপৎকালীন মজুদ বজায় রাখছে। এ প্রেক্ষিতে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামে পণ্যের মজুদ বৃদ্ধির জন্য গুদাম নির্মাণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের ক্ষমতা ছিল ৯,৫৭০ (নয় হাজার পাঁচশত সত্তর) মেঃটন, যা পর্যায়ক্রমে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে টিসিবি'র মোট গুদামের ধারণ ক্ষমতা প্রায় (নিজস্ব ও ভাড়াকৃত) ২৭,০০০ (সাতাশ হাজার) মেঃটন। এতদ্ব্যতীত, গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণ এর নিমিত্ত চট্টগ্রাম, সিলেট (মৌলভীবাজার) এবং রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে সরকারি অর্থায়নে ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা ব্যয়ে গুদাম নির্মাণ এর প্রকল্প চলমান রয়েছে।

(৩) টিসিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ টিসিবি'র নিজস্ব মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আঞ্চলিক কার্যালয়/ক্যাম্প অফিসের জন্য গুদাম নির্মাণের নিমিত্ত জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল এবং ক্যাম্প অফিস কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও বগুড়া এর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, টিসিবি'কে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করতে এবং দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে ভোক্তাসাধারণের নিকট টিসিবি'র সেবা অতি দ্রুত পৌঁছে দিতে জনবল কাঠামো পরিবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জনবল কাঠামো পরিবর্তন হলে টিসিবি'র অফিসসমূহ দেশব্যাপী সম্প্রসারিত হবে। ফলে টিসিবি'র ডিলারগণ স্বল্প দূরত্বে দ্রুত পণ্য গ্রহণ করতে পারবে। আরো অধিক সংখ্যক ভোক্তাসাধারণ টিসিবি'র কার্যক্রমের সুফল ভোগ করতে পারবে।

(৪) ডিলারদের বরাদ্দ কার্যক্রম অটোমেশনঃ ডিলার বরাদ্দ প্রক্রিয়া সহজিকরণে মোবাইল অ্যাপস্ তৈরি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে ডিলারগণ ঘরে বসেই পণ্য বরাদ্দের টাকা নিরাপদে ও অতি দ্রুত অনলাইনে জমা দিতে পারবে এবং ডিও এর নির্ধারিত সময় জানতে পারবে। এতে ডিলারদের টাকা জমা প্রদান আরো সহজতর হবে। ভোক্তা সাধারণের নিকট অতি দ্রুত পণ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

উপসংহারঃ জনগণের নিকট সাশ্রয়ীমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর জন্ম দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে টিসিবি দেশ ও জনগণের সেবা দিয়ে আসছে। বিভিন্ন দৈব, দূর্বিপাকসহ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সময় টিসিবি বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করছে। টিসিবি'র কার্যক্রম দৃশ্যমান, কার্যকর ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। টিসিবি জনগণের আস্থা অর্জন করেছে যা অত্যন্ত গৌরবের ও মর্যাদাকর। বর্তমান সরকার তথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী টিসিবিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি বাস্তবায়ন হলে টিসিবি দেশের অন্যতম সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিষ্ঠিত ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) সুখী সমৃদ্ধ ও কল্যাণমুখী ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে রুপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ এর স্বপ্ন পূরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলাদেশ গড়ার অভিযাত্রায় কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ। ❑

ডিএফপি নং- ০৭/৩১.১২.২০২১